০১ নভেম্বর ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৭

পর্ব ১ঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

পর্ব ২ঃ জাতীয় বিষয়সমূহ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুমকির মুখে

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

কারাগারে মৃত্যু

নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

গুম

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর গ্রেফতার, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

শ্রমিকদের অধিকার

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা

নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অধিকারকে ডাকেনি নির্বাচন কমিশন

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

পর্ব ৩ঃ সুপারিশ

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদ- ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩১ অক্টোবর ২০১৭*													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	১৭	৯	২	১১	১১৮
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	১	১	২	৩	১১
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	০	০	০	১	২
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	১৮	১০	৪	১৫	১৩২
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৩	৬	১	৭	৭৪
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	৭	৪	৮	৫	৪৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	২	০	৩	৩	১৮
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	৪	০	০	৫	৩৩
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	৯	১	১	২	২৭
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	১৫	১	৪	১০	৭৮
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	২	০	১	৩	১৬
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	১	০	৩	১	৭
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	০	১	০	০	১০
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	৩	১	৪	৪	৩৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৩	৪	৮	৫	৬৭
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	৩০৮	২৫৫	৪২৮	৩৫৩	৩৮০৯
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	৩১১	২৫৯	৪৩৬	৩৫৮	৩৮৭৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	২৯	২৪	১৮	২১	২৬	২১৭
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৫	৮৩	৭৯	৭৩	৮৮	৭৬	৫৯	৬৭৭
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৯	২৩	১৭	১৫	২৫	২০৭
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৪	৪	৭	৬	৫১
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	৩	৯	৫	৩	৪১
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	১৩	০	০	০	১৩
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	৭০	১৭	২৫	৩৮	৩২৬
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	০	৩৭	০	০	২৮৪৭
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৯	১	৬	৫	৮	৬৮
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	০	২	২৩	৩	১১	৯২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৩	১	৪	১	৪	৬	২	২	৩	২৬

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

প্রথম পর্বঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চলমান

১. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর জাতিগত নিপীড়ন ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অজুহাতে রাখাইনের[১] রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকার বহু বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের অভিযান চালিয়ে আসছে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা গণহত্যা, গুম, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

২. সাম্প্রতিক সময়ে চালানো এসব অভিযান থেকে জীবন বাঁচাতে স্রোতের মতো প্রতিদিনই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। গত ২৫ আগস্ট থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত তাঁদের আসা অব্যাহত আছে। বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার ১৪৩ কিলোমিটার স্থল সীমানার অন্তত ২০টি পয়েন্ট দিয়ে নানাভাবে রোহিঙ্গারা আসছেন। এখন পর্যন্ত এর সংখ্যা কত তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান কারও কাছে নেই। আবার রাখাইন রাজ্যেই বা এখন কত রোহিঙ্গা অবস্থান করছেন, তারও সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই কারও কাছে। স্থানীয় জনসাধারণ ও বেসরকারি সংস্থাগুলো বলছে, নতুন করে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা এরই মধ্যে ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। ষাটের দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে আগে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য রয়েছেন প্রায় পাঁচ লাখ। তবে ইউএনএইচসিআর'র মতে ২৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে ৫ লাখ ৮২ হাজার রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন।[২]

৩. *অধিকার* বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে চালানো অভিযানে গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশু-নারী-পুরুষদের গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং শিশু ও নারীদের ধরে নিয়ে যাওয়াসহ মিলিটারি ও চরমপন্থী বৌদ্ধ কর্তৃক গ্রামের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং রোহিঙ্গাদের হতাহত করার জন্য তাঁদের চলাচলের রাস্তাগুলোতে মাইন পুঁতে রাখা হয়।

৪. এছাড়া নাফ নদীর ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা মংডু ও বুথিডংয়ে অবস্থিত মুসলমানদের সব হাটবাজার বন্ধ করার জন্য মিয়ানমার সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা। তাঁরা বলেন, প্রায় দুই মাস ধরে মিলিটারি, স্থানীয় রাখাইন ও বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) ত্রিমুখী নির্যাতন চলার পরও যাঁরা বাপ-দাদার ভিটা ফেলে চলে আসতে চাননি তাঁদের ওপর পরবর্তীতে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করায় জীবন বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত তাঁরাও পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ইলিয়াছ মিয়া (২৫) নামের আরেক রোহিঙ্গা যুবক বলেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে দেখে মনে করেছিলেন রাখাইনের পরিবেশ শান্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে মিয়ানমার সরকার

[১] মিয়ানমার সরকার কর্তৃক আরাকানের পরিবর্তিত নাম রাখাইন

[২] দেশে রোহিঙ্গা সংখ্যা এখন কত/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/10/19/273358

রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। রাখাইন প্রদেশে নতুন করে বাড়িঘরে আগুন, রোহিঙ্গাদের এলাকা ছাড়ার জন্য মাইকিং করার পর থেকেই পালাচ্ছেন তাঁরা।[৩]

কোলে শিশু নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন রোহিঙ্গারা। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৮ অক্টোবর ২০১৭

৫. বাংলাদেশ-মিয়ানমারের বিভিন্ন জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের বহনকারী নৌকাডুবির অনেক ঘটনা ঘটছে এবং এতে অনেক রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশু মারা যাচ্ছেন। গত ১৬ অক্টোবর রাতে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সীমান্ত দিয়ে নৌকায় করে দেড় হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছেন। এই সময় নাফ নদী পার হতে যেয়ে সাগরের মোহনায় একটি নৌকা ডুবে যায়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় সেখান থেকে ২২টি লাশ ও ১৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আরো অন্তত ২৪ জন রোহিঙ্গা নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গেছে। নিহতদের শাহ পরীর দ্বীপের স্থানীয় একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।[৪]

৬. ইউনিসেফ-এর এক কর্মকর্তা একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নতুন করে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ রোহিঙ্গা এক বেলা করে খাবার পাচ্ছেন। অর্ধেকেরও বেশী রোহিঙ্গার কোন ধরণের স্বাস্থ্য সুবিধা নাই। এমনকি ৩০ ভাগ রোহিঙ্গা নিরাপদ পানি পর্যন্ত পাচ্ছেন না। সংস্থাটি বলছে, বর্তমানে কক্সবাজার এবং টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায় মানবিক সহায়তার চরম সংকট রয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন এক প্রতিবেদনে বলেছে, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া নতুন রোহিঙ্গাদের মধ্যে অন্তত দেড় লাখ শিশু অপুষ্টির ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে চরম অপুষ্টিতে ভুগছে কমপক্ষে ১৪ হাজার। এছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে আসা নতুনদের মধ্যে রয়েছেন ৫০ হাজারেরও বেশি

[৩] সেনাবাহিনীর বর্বরতায় বুচিডং ছেড়েছেন লক্ষাধিক রোহিঙ্গা/ নয়াদিগন্ত, ১৮ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/260971

[৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টেকনাফের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা ।[৫] ফলে জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের জন্য সহায়ক খাবার দরকার । এর পাশাপাশি ৩ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশী আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গার জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা দরকার ।[৬]

সারা বেগম (৪০) সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগের শিকার । ছবিঃ বিবিসি, ১৮ অক্টোবর ২০১৭

৭. রহিমা নামে এক রোহিঙ্গা নারী বলেন, তাঁর ৫ সন্তান, প্রত্যেকেই শুধু রাতের বেলা খাবার খেয়ে থাকছে । মাঝে মাঝে যখন রাতেও কিছু না মিলে তখন তাদের না খেয়ে ঘুমাতে যেতে হয় । তিনি আরো বলেন, তাঁর ১০ মাস বয়সী ছেলেটি ক্ষুধার জ্বালায় সারাক্ষণ কাঁদে । কারণ তাঁর বুকের দুধ কমে গেছে অথচ সন্তানের জন্য তিনি শিশু খাদ্যও জোগাড় করতে পারছেন না ।[৭]

আশ্রয়ের আশায় টেকনাফে সড়কের পাশে বসে আছে শরণার্থীরা । ছবিঃ বিবিসি, ১৮ অক্টোবর ২০১৭

[৫] সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্য: দেড় লাখ শিশু অপুষ্টির ঝুঁকিতে/ যুগান্তর ১৯ অক্টোবর ২০১৭, https://www.jugantor.com/city/2017/10/06/161158/

[৬] Half-fed Rohingyas lack healthcare, safe water/ ৪ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/25393/

[৭] Half-fed Rohingyas lack healthcare, safe water/ ৪ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/25393/

৮. আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে শিশু; যাদের পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক। এদের মধ্যে কারও বাবা-মা বা কারও ভাই-বোনকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের মিলিটারি ও চরমপন্থী বৌদ্ধরা। এদের মধ্যে এমন শিশুও রয়েছে, যারা বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে; যাদের সংখ্যা সাড়ে ১৮ হাজারের বেশী[৮]। তবে সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে একা আসা রোহিঙ্গা শিশু ও নারীদের মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

৯. আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা জানান, তাঁদের ওপর মিয়ানমার মিলিটারির ও বৌদ্ধ চরমপন্থীদের নির্যাতন কখনোই থামেনি। রাখাইন রাজ্যে এখনো নতুন করে প্রতিদিন মুসলিম পাড়াগুলোতে আগুন দেয়া হচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলেও থাকা যাচ্ছে না। পালাবার পথে মিয়ানমারের বৌদ্ধ চরমপন্থীদের হাতে লুটপাটের শিকার হতে হচ্ছে। হোসনে আরা নামে এক রোহিঙ্গা নারী বলেন, মিলিটারির নির্যাতন থেকে বাঁচতে ৬ দিন বয়সী সন্তান নিয়ে তাঁদের গ্রামের আরো অনেকের সঙ্গে পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে আসার পথে অস্ত্রের মুখে তাঁদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, গয়নাগাটিসহ সর্বস্ব লুটে নেয় বৌদ্ধ চরমপন্থীরা। নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে যাত্রার দুই দিন পর অনাহারে ও বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর সেই সন্তানটি মারা যায়।[৯]

পালংখালী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন, ২৩ অক্টোবর ২০১৭

১০. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রাখাইন রাজ্যে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ করেছে। এই সঙ্কটের ওপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গত ১৮ অক্টোবর এক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে

[৮] **এতিম রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য হচ্ছে শিশু পল্লী/** ২০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.ntvbd.com/bangladesh/161087

[৯] দেশ ছাড়ার সময়ও রক্ষা মিলছে না রোহিঙ্গাদের/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/10/01/268448

পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের নিশ্চিহ্ন করার প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, স্যাটেলাইট ছবি, ফটো, ভিডিও এবং অন্যান্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে অ্যামনেস্টি বলছে, "এতে উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে হাজার হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ এবং শিশু একটি ব্যাপক ও পরিকল্পিত আক্রমণের শিকার হয়েছেন, যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমান।"[১০]

১১. *অধিকার* রাখাইনের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন জানানো ও রোহিঙ্গা হিসেবে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আহ্বান জানাচ্ছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে তাঁদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও দাবি জানাচ্ছে।

১২. গত ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের কাছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে 'রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালানো প্রস্তাব দিলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সরে এসে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়ার মত গণমুখী উদ্যোগ নেয়। তবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ঠেঙ্গারচরে পুনর্বাসনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে *অধিকার*। কারণ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঠেঙ্গার চর এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেটি জনবসতির জন্য নিরাপদ নয়। উল্লেখ্য, অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তথ্যনুসন্ধান করছে।

১৩. সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সঙ্গে যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে একমত হয়েছে। অথচ অধিকার মনে করে বিপুল পরিমান শরণার্থীদের নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের নিজভূমি ও বাসস্থানে ফিরিয়ে নিতে এই উদ্যোগ মোটেই সহায়ক নয়, বরং বাংলাদেশের জন্য তা একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন মিয়ানমার সময়ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করেছে এবং রাখাইনে বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে মিথ্যাচার করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শরণার্থী প্রত্যাবাসন আলোচনা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, বাংলাদেশ একা কোনভাবেই রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সক্ষম হবে না।

১৪. প্রত্যাবাসন আলোচনায় সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশকে চারটি শর্ত নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে হবে:

- রাখাইনে চলমান যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ, সেখান থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক একটি পর্যবেক্ষকদেলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যা বর্তমানের সহিংস পরিস্থিতি থেকে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল অবস্থায় উত্তরণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে।

[১০] রোহিঙ্গাদের উৎখাত করতে রাখাইনে চলছে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল/ বিবিসি, ১৮ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bbc.com/bengali/news-41660110

- অবিলম্বে জাতিসংঘ গঠিত তদন্তদল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে রাখাইন অঞ্চলের পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে দিতে হবে। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও রোহিঙ্গাদের ওপরে চালিত সমস্ত ধরনের নির্যাতনের তদন্তের জন্য জাতিসংঘের তদন্তদলকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিতে হবে। মিয়ানমারকে নিজস্ব তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
- একটি বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক চুক্তি কাঠামোর অধীনে জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া সমস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীর শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র দেয়ার ব্যপারে মিয়ানমারকে সম্মত হতে হবে। এই পরিচয়পত্রের অধীনেই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। শরণার্থীদের সবার পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিকের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। মিয়ানমারের বর্তমান সংবিধান ও নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে এটাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ও ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে ভিকটিম এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

ভারতের সীমান্তরক্ষীদের মানবাধিকার লংঘন

১৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র নির্যাতনে ৩ জন বাংলাদেশী গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৫ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জন বিএসএফ'র গুলিতে ও ৪ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ২ জন বাংলাদেশী।

১৬. শুধু ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক হত্যা নির্যাতনই নয়, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি[১১] ভয়াবহভাবে অব্যাহত আছে। ভারত একদিকে অবমাননাকরভাবে বাংলাদেশকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, অন্য দিকে আগ্রাসী বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হতাহতের ব্যাপারে দায় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করে ভারত

[১১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। এইকথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[১২] রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে।[১৩] জানা যায় যে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে তা বাংলাদেশের বায়ুদূষণের বৃহত্তম উৎস হবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কবলে পড়ে প্রতিবছর অন্তত দেড়'শ মানুষের মৃত্যু হবে এবং বছরে ৬০০ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাবে।[১৪]

১৭. গত ৪ অক্টোবর কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারীর বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তের ১০১৪/এস আন্তর্জাতিক পিলারের কাছে জাহাঙ্গীর আলম নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক গরু আনতে গেলে বিএসএফ এর সদস্যরা তাঁকে গুলি করে। পরে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মারা যান।[১৫]

১৮. দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিকরা সীমান্তের কাছে গেলে বা সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁদের নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুটপাট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

[১২] উজান-ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ/বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[১৩] Unesco calls for shelving Rampal project / প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[১৪] রামপালের দূষণে বছরে মারা যাবে দেড়শ মানুষ/ প্রথম আলো, ৬ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-06/20

[১৫] বিএসএফের গুলি:ভুরুঙ্গামারী সীমান্তে বাংলাদেশি নিহত/ যুগান্তর, ৫ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/10/05/160780/

দ্বিতীয় পর্বঃ দেশীয় পরিস্থিতি

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখিন

১৯. ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে[১৬] সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই সংশোধনীর ফলে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে সংসদের হাতে ন্যস্ত হয়। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে নয়জন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন করলে হাইকোর্ট বিভাগ ২০১৬ সালের ৫ মে ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। ২০১৭ সালের ৪ জানুয়ারি সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করে। আপিল বিভাগের সাত সদস্যের ফুল বেঞ্চে এই আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালত সুপ্রিম কোর্টের বারো জন সিনিয়র আইনজীবীকে এ্যামিকাস কিউরি নিযুক্ত করেন। বারো জনের মধ্যে দশ জন এ্যামিকাস কিউরি তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। ২০১৭ সালের ৩ জুলাই আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখে এবং রায়ের সঙ্গে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করে। এই পর্যবেক্ষণের পরই ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দেন।[১৭] এছাড়াও ঢালাওভাবে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় প্রধান বিচারপতির কঠোর সমালোচনা[১৮] করেন যা নজীরবিহীন।

২০. ২০০৮ সালে সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বেড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন আপিল বিভাগের রায়কে স্বাগত জানায়। অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থক আইনজীবীদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

২১. গত ২৫ অগাস্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে শরৎকালীন অবকাশের ছুটি শুরু হয়, যা ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। অবকাশকালীন ছুটির পর গত ৩ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট খুললে প্রথা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমস্ত বিচারপতি এবং আইনজীবীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করার কথা। অথচ এই দিনই অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম প্রধান বিচারপতি ৩ অক্টোবর থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছেন বলে

---

[১৬] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বর্তমান জাতীয় সংসদ যার ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি থেকে তিন জন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্য। এই নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়নি।

[১৭] রায় ও পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত;সংসদই সার্বভৌম : প্রধানমন্ত্রী/ যুগান্তর, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/09/14/155306/

[১৮] সিনহার সরে যাওয়া উচিত ছিল: প্রধানমন্ত্রী/ আমাদের সময়, ২২ অগাস্ট ২০১৭/ www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/firstpage/96753/

জানান। গত ৩ অক্টোবর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান বিচারপতি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, তিনি ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত। সেজন্য তাঁর আরও বিশ্রাম প্রয়োজন।[১৯] প্রধান বিচারপতির অসুস্থ হয়ে ছুটি নেয়ার বিষয়ে দেশের জনগণের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দেয় এবং তাঁকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে একটি ধারণাও তৈরি হয়।

২২. গত ৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি জয়নুল আবেদীন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন খোকন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলে মৎস ভবনের সামনে পুলিশ তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় এবং তাঁদের ফিরিয়ে দেয়।[২০] এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা আছে। অথচ আজকে এই স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রধান কর্তা ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা নিজেই স্বাধীন নন। তাঁকে সরকার বলপ্রয়োগ করে ছুটিতে পাঠিয়েছে।[২১]

সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যরা প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং তাঁরা এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের জানান। ছবিঃ যুগান্তর, ৭ অক্টোবর ২০১৭।

২৩. গত ১৩ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবন থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে একটি লিখিত বক্তব্য হস্তান্তর করেন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। কিন্তু ইদানিং একটা রায় নিয়ে রাজনৈতিক মহল, আইনজীবী ও বিশেষভাবে সরকারের মাননীয়

[১৯] 'এক মাসের ছুটিতে প্রধান বিচারপতি'; বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের সভা বিক্ষোভ মিছিল/ যুগান্তর, ৪ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/04/160465/

[২০] আইনজীবীদেও আটকে দিল পুলিশ/ যুগান্তর, ৭ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/07/161231/

[২১] সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবী সমিতি:স্বাধীন নন প্রধান বিচারপতি/ যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/08/161482/

কয়েকজন মন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে সমালোচনা করেছেন এতে আমি সত্যিই বিব্রত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সরকারের একটা মহল আমার রায়কে ভুল ব্যাখ্যা করে পরিবেশন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি অভিমান করেছেন, যা অচিরেই দূরীভূত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই সঙ্গে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে আমি একটু শঙ্কিতও বটে। গত ১২ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালনরত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবীণতম বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অচিরেই সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসনে পরিবর্তন আনবেন। প্রধান বিচারপতির প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোন রেওয়াজ নেই। তিনি শুধু রুটিমাফিক দৈনন্দিন কাজ করবেন। এটিই হয়ে আসছে। প্রধান বিচারপতির প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করলে এটি সহজেই অনুমেয় যে, সরকার উচ্চ আদালতে হস্তক্ষেপ করছে এবং এর দ্বারা বিচার বিভাগ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি হবে। এটি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না"।[২২]

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা নিজ বাসভবনের সামনে বিদেশে যাবার আগে সাংবাদিকদের একটি বিবৃতি হস্তান্তর করেন। ছবিঃ ডেইলী স্টার, ১৪ অক্টোবর ২০১৭

২৪.প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বিদেশে অর্থপাচার, আর্থিক অনিয়ম ও নৈতিক স্খলনসহ ১১টি অভিযোগের প্রমাণাদি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ গত ৩০ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের ৫ জন বিচারপতিকে (এস কে সিনহা ছাড়া) বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ করে এনে হস্তান্তর করেন বলে গত ১৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সৈয়দ আমিনুল ইসলামের স্বাক্ষর করা দুই পৃষ্ঠার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।[২৩] একই দিনে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার আবারো দায়িত্ব নেয়াটা 'সুদূরপরাহত' বলে তিনি মনে করেন। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে

[২২] অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার আগে প্রধান বিচারপতি:আমি অসুস্থ নই ফিরে আসব/ যুগান্তর, ১৪ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/14/163129/

[২৩] সিনহার বিরুদ্ধে ১১ অভিযোগ/ যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/15/163407/

প্রধান বিচারপতি নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন।[২৪] সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিদেশে যাওয়ার দুই দিন পর সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলসহ দশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে জানিয়ে গত ১৫ অক্টোবর আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[২৫] গত ১৫ অক্টোবর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, "ছুটিতে থাকা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিরুদ্ধে ওঠা নৈতিক স্খলনসহ ১১টি অভিযোগের অনুসন্ধান করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এইসব অভিযোগের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিচারপতিরা তাঁর সঙ্গে বসবেন না। আর অন্য বিচারপতিরা একসঙ্গে না বসলে তিনি একা বিচারকাজ করতে পারবেন না। কারণ আপিল বিভাগে একক বেঞ্চের নিয়ম নাই"।[২৬]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২৫. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে ১৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের বিষয়টি অস্বীকার করছে ফলে এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান।

২৭. গত ১৩ অক্টোবর কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহের কসবা ঘাটে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে উপজেলার নুরপুর গ্রামের শাহীন আলী (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের দাবি শাহীন আলী ছিলেন প্রবাসী যুবক রাকিবুল হত্যা মামলার এজহার ভুক্ত আসামী। কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল ইসলাম জানান, প্রবাসী যুবক রাকিবুল হত্যা মামলার অভিযুক্ত শাহীনের দেয়া তথ্যনুযায়ী এই মামলার অন্য অভিযুক্তদের ধরতে ডিবি পুলিশের একটি টিম কুমারখালী শিলাইদহ ঘাটে অভিযানে চালালে একদল দুর্বৃত্তের সঙ্গে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ থেমে গেলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় শাহীনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে নিহত শাহীন আলী'র স্ত্রী মৌসুমী আক্তার তন্বী অভিযোগ করেন, প্রবাসী যুবক রাকিবুল হত্যার ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা বলে কুমারখালী থানা পুলিশ গত ১০ অক্টোবর বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪টায় কুমারখালী উপজেলার বাধবাজার থেকে শাহীনকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, শাহীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়া হবে। ১৩ অক্টোবর সকালে তাঁরা জানতে পারেন শাহীন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন।[২৭]

---

[২৪] অভিযুক্ত প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টেও বিবৃতি/ প্রথম আলো ১৫ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-15/3

[২৫] সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল/ নয়াদিগন্ত, ১৬ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/260197

[২৬] সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী:প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করবে দুদক/ যুগান্তর, ১৬ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/16/163706/

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত শাহীন আলী। ছবিঃ অধিকার, ১৩ অক্টোবর ২০১৭

মৃত্যুর ধরন

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের কারণে নিহত ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৭ জন ও র‍্যাবের হাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২৯. এই সময় ২ ব্যক্তি পুলিশের ও ১ ব্যক্তি র‍্যাবের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

পিটিয়ে হত্যাঃ

৩০. এসময়কালে পুলিশের পিটুনিতে ১ জন মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৩১. নিহতদের মধ্যে ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন রাজমিস্ত্রী, ১ জন গরু ব্যবসায়ী, ১ জন ড্রাইভার, ১ জন গ্রামবাসী ও ১০ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগারে মৃত্যু

৩২. *অধিকার* এর তথ্য মতে অক্টোবর মাসে ৫ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩৩. কারাবন্দি ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

৩৪. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, নির্যাতন করে অঙ্গহানী, হামলা, হয়রানি এবং চাঁদা আদায়ের অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরাও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের পক্ষ হয়ে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তাঁদের স্বজনদের ওপর হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সহায়তা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না, বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

৩৫. গত ৬ অক্টোবর পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বড়শশী সীমান্ত এলাকায় মাজম আলী (৪০) নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরা পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত মাজমের ছোটভাই সলেমান আলী বলেন, বিজিবি সদস্যরা তাঁর ভাইকে ধরে নিয়ে বেদম মারপিট করে। পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে বিজিবি সদস্যরা একটি গরু দাবি করলে তিনি তাঁদের একটি গরু দিয়ে তাঁর ভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথেই তাঁর ভাই মারা যান। মাজমের স্ত্রী মোমেনা খাতুন বলেন, তাঁর স্বামীকে বিজিবি সদস্যরা বিনাদোষে পিটিয়ে হত্যা করেছে। বড়শশী ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, তাঁর সামনেই বিজিবি সদস্যরা মাজম আলীকে বেদম মারপিট করে। এই ঘটনায় বোদা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২৮]

৩৬. গত ৯ অক্টোবর ভোরে জয়পুরহাট জেলার কালাই থানা পুলিশের এসআই রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আসাদ এবং কনস্টেবল ফারুখ হোসেন ও রাশেদুল ইসলাম হারুঞ্জ গ্রামে পরোয়ানাভুক্ত আসামী মোহাম্মদ শাপলা হোসেন (৩২) কে গ্রেফতার করতে তাঁর বাড়িতে যায়। পুলিশ শাপলার স্ত্রী মাসুদা বেগমকে তাঁর স্বামী কোথায় আছে তা জানতে চায়। মাসুদা পুলিশকে জানান, তাঁর স্বামী বাড়িতে নেই। এরপর পুলিশ শাপলা হোসেনকে তাঁদের গোয়ালঘর থেকে গ্রেফতার করে। এরপর পুলিশ মিথ্যা কথা বলার কারনে শাপলার স্ত্রীকে লাথি মারে। এই সময় শাপলার ছোট ভাই ফেরদৌস হোসেন এর প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাঁকে লাঠিপেটা করে। এই খবর পেয়ে প্রতিবেশী সাইদুর রহমান শাপলাদের বাড়ির গেটে এসে পুলিশের কাছে শাপলার স্ত্রী ও ভাইকে মারার কারণ জানতে চান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ সাইদুর রহমানকে পিস্তলের বাঁট ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তখন বাড়ির লোকজন চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের

[২৮] পঞ্চগড়ে বিজিবি'র নির্যাতনে বাংলাদেশির মৃত্যু/ মানবজমিন ৮ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86440&cat=9/

মারধর ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং শাপলা ও তাঁর ভাই ফেরদৌসকে হাতকড়া পরিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অন্যদিকে আহত সাইদুর রহমানকে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোর পাঁচটায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সাইদুরের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘেরাও করে পুলিশের বিচারের দাবিতে শ্লোগান দেয় এবং প্রধান ফটক ভাংচুর করে। খবর পেয়ে জয়পুরহাট সদর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সেখানে পৌঁছে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ আট জন আহত হন। এই ঘটনা তদন্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।[২৯]

ছাইদুর রহমান। ছবিঃ প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০১৭

৩৭. গত ২৪ অক্টোবর কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার আবদুল গফুর নামে এক ব্যবসায়ী কক্সবাজার শহরে আয়কর রির্টান জমা দিতে গেলে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁকে তুলে করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে ইয়াবা ব্যবসায়ী হিসেবে আদালতে চালান দেয়ার হুমকি দিয়ে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করে। দরকষাকষির পর আবদুল গফুরের পরিবার ১৭ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়। টাকা পাওয়ার পর তাঁকে ভোর রাতে টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়। বিষয়টি ব্যবসায়ীর পরিবার সেনাবাহিনীকে জানালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেরিন ড্রাইভ এলাকার লম্বরী সেনাবাহিনীর তল্লাশী চৌকিতে ওই গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যদের বহনকারী গাড়ি থামিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করা ১৭ লক্ষ

[২৯] জয়পুরহাটে পুলিশের পিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগ: পুলিশের গুলি, আহত ৮/ প্রথম আলো ১০ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-10/1

টাকা উদ্ধার করে এবং এস আই আবুল কালাম আজাদ, এস আই আলাউদ্দিন ও তিনজন এ এস আই এবং দুইজন কনষ্টেবলকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। গাড়ি থামানোর সময় কৌশলে এস আই মনিরুজ্জামান পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশের সাত সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।[৩০]

কক্সবাজারে সেনাবাহিনীর হাতে আটককৃত গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা। ছবিঃ ডেইলী স্টার, ২৬ অক্টোবর ২০১৭

৩৮. রংপুর জেলার কাউনিয়ার হলদিবাড়িতে দাবিকৃত একলক্ষ টাকা না দেয়ায় গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে রাসেল (২৫) নামে এক ব্যবসায়ী মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত রাসেলের ছোট বোন সোহানা অভিযোগ করেন, গত ২৮ অক্টোবর রাত আনুমনিক ১০ টায় হলদিবাড়ি বাজার থেকে তাঁর ভাই রাসেলকে গোয়েন্দা পুলিশের এস আই শফির নেতৃত্বে একটি দল গ্রেফতার করে। পরে সেদিন রাত আনুমানিক ১ টায় এস আই শফি তাঁদের বাড়িতে যান এবং তাঁর ভাইকে ছাড়ানোর বিনিময়ে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেন। এক লক্ষ টাকা দেয়ার সামর্থ্য তাঁদের নেই- এই কথা বললে এস আই শফি তাঁর বাবা ও ভাইয়ের নামে মামলা দেয়ার হুমকি দেন। এরপর ডিবি পুলিশের সদস্যরা তাঁর ভাইয়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনে তাঁর ভাই অসুস্থ হয়ে পড়লে ডিবি পুলিশ রাসেলকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। গত ২৯ অক্টোবর তার ভাই রাসেল রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[৩১]

[৩০] অপহরণ মুক্তিপন: ১৭ লাখ টাকাসহ ৭ ডিবি সদস্য সেনাবাহিনীর হাতে ধরা/ মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=89197&cat=2/

[৩১] পুলিশের দাবি হেরোইন পয়জনিং; রংপুরে ডিবির নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ/ নয়াদিগন্ত ৩০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=363471

রংপুরে ডিবি পুলিশের হেফাজতে মৃত রাসেলের স্বজনদের কান্না। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ৩০ অক্টোবর ২০১৭

গুম

৩৯. অক্টোবর মাসে ৭ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বা তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৫ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৪০. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে কোথাও ফেলে রেখে যাচ্ছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ করছে অথবা আদালতে হাজির করছে অথবা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে বহু রাজনৈতিক কর্মী গুম হয়েছেন, যাঁদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভিকটিমদের পরিবারগুলো তাঁদের স্বজনদের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া অনেক ভিকটিম পরিবার অনবরত সরকার, সরকারদলীয় নেতাকর্মী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করে বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। অথচ বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুম বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং অব্যাহত আছে।

৪১. নতুন গঠিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জনতা পার্টি (বিজেপি) সভাপতি মিঠুন চৌধুরী ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী আশিক ঘোষকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৩১ অক্টোবর মিঠুন চৌধুরীর স্ত্রী সুমনা চৌধুরী সিলেট জেলা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, তাঁর স্বামী ও তাঁর সহকর্মী আশিক ঘোষকে গত ২৭ অক্টোবর দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টা ১০ মিনিটে ঢাকার সুত্রাপুর থানার ফরাশগঞ্জের প্রিয় বল্লভ

জিউ মন্দিরের ফটক থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে কয়েক ব্যক্তি একটি কালো গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁদের কাছে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সুমনা চৌধুরী আরো বলেন, এই ব্যাপারে সুত্রাপুর থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে বলেছেন, এই ব্যাপারে জিডি নেয়া সম্ভব নয়।[৩২]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪২. ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪৩. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত

৪৪. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৫ জন নিহত ও ৩৫৩ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৮টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৫ জন নিহত ও ২৯২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৫. অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা চলছে। আর এই সবের কেন্দ্রে অবস্থান করছে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। তারা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে অন্তর্দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়ে একে অপরের ওপর হামলা করছে। এই সময় তাদের মারণাস্ত্রের ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। সারাদেশে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকা-, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে যেমন চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি দখল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর হামলা, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ ইত্যাদি। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নীচে অক্টোবর মাসে দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

৪৬. গত ৫ অক্টোবর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঝাউদিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান সদর থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কেরামত আলী এবং একই ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বখতিয়ার হোসেনের সমর্থকদের মাঝে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে। সংঘর্ষে বিল্লাল হোসেন (৩৩) ও এনামুল (৩৫) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছানোয়ার (৩০) নামে আরেক ব্যক্তি মারা যান। এই ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছেন।[৩৩]

---

[৩২] নতুন দল বিজেপির সভাপতি ও এক নেতার খোঁজ নেই/ প্রথম আলো ১ নভেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1355771/

[৩৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৪৭.গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মসিয়ুর রহমান হল দখল নেয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সুব্রত বিশ্বাসের গ্রুপের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসানের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় হাতবোমা বিস্ফোরণ এবং গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং বিভিন্ন কক্ষে ছাত্রদের ল্যাপটপ ভাংচুর করা হয়। এই ঘটনায় সুব্রত বিশ্বাসসহ ৩০ জন আহত হন।[৩৪]

৪৮.১৮ অক্টোবর রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টায় খুলনা নগরীর খালিশপুরের নয়াবাটি রেললাইন বস্তি কলোনিতে পুলিশ কর্তৃক খুঁচিয়ে দু'চোখ তুলে নেয়া যুবক মোহাম্মদ শাহজালালের শ্বশুর বাড়িতে খালিশপুর থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা আক্তার লিমার নেতৃত্বে ১০/১২ জন নারী-পুরুষের একটি দল হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শাহজালালের বাবা জাকির হোসেন *অধিকারকে* বলেন, পরিবারের সদস্যরা রাতে ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। এ সময় তাসলিমা আক্তার লিমার নেতৃত্বে ১০/১২ জন নারী-পুরুষের একটি দল ঘরে প্রবেশ করে। তারা শাহজালালের নাম ধরে ডাকতে থাকে আর বলে তাদের ছিনতাইকৃত টাকা এবং স্বর্ণের চেইনসহ অন্যান্য মালামাল কই। এই সময় তাঁর পুত্রবধূ রাহেলা বেগম বিষয়টি জানতে চাইলে তারা হাতুড়ি ও লাঠি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা করে। হামলায় পুত্রবধূ রাহেলা বেগম, তাঁর মা রাণি বেগম এবং তাঁর স্ত্রী রেনু বেগমসহ পরিবারের ৫/৬জন সদস্য আহত হন। তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। তবে পালিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবেশীরা আওয়ামী লীগ নেত্রী তাসলিমা আক্তার লিমা ও স্থানীয় ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মরিয়মকে ধরে ফেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কাজী তালাত হোসেন নামে স্থানীয় এক যুবলীগ নেতার নাম বলে আমির ও রিপনসহ কয়েকজন এসে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তিনি অভিযোগ করেন, হামলার পর তাঁর পরিবারের আহত সদস্যদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার চেষ্টা করলে যুবলীগ নেতা কাজী তালাত হোসেন কাউট তাঁদের বাধা দেয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই মোহাম্মদ শাহজালালকে পুলিশ খালিশপুর থানায় ধরে নিয়ে যায়। এরপর পরিবারের কাছে দেড় লাখ টাকা দাবি করে। কিন্তু টাকা দিতে না পারায় ওই দিন রাতে তাঁকে গাড়িতে করে নির্জন স্থানে নিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দু'চোখ তুলে নেয় এবং সুমা আকতার নামে একজন নারীকে দিয়ে খালিশপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করা হয়।[৩৫]

[৩৪] ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০/ প্রথম আলো ৭ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-07/3

[৩৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সংবাদ সম্মেলনে শাহজালাল। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৬ অক্টোবর ২০১৭

৪৯. গত ২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক মহিউদ্দিন রানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের নাট্য ও বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং পরীক্ষার্থী ইশরাক আহমেদকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সিআইডি বলছে, পরীক্ষার আগে প্রশ্নের উত্তর সরবরাহের ইলেকট্রনিক যন্ত্র আদান প্রদানের সময় এদের গ্রেফতার করা হয়।[৩৬] গত ২৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা ইশতিয়াক আহমেদ সৌরভসহ দুইজনকে গ্রেফতার করে ।[৩৭]

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

৫০. বর্তমান সরকার বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য তাদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসে এবং এই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য তারা ব্যাপক দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ইতিমধ্যে এই সরকারের প্রায় তিন বছর দশ মাস শাসনকাল পূর্ণ হয়েছে । ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবি উঠেছে, যাতে করে

[৩৬] প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতি থামছে না: ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ আটক তিনজন রিমান্ডে/ প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-22/1

[৩৭] চবি ভর্তি পরীক্ষা:জালিয়াতির দায়ে ছাত্রলীগ নেতাসহ দু'জন গ্রেফতার/ যুগান্তর ২৮ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/28/166918/

আরেকটি ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এর মতো প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। কিন্তু সরকার সেটাকে অগ্রাহ্য করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর নতুন করে গ্রেফতার অভিযানের মাধ্যমে দমন-পীড়ন শুরু করেছে এবং সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা নতুন করে তথ্য সংগ্রহ সমাপ্ত করেছে। যারা বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাঁদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশী ও তাদের কর্মস্থলে নজরদারি শুরু হয়েছে। জানা গেছে যাদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে এবারের গ্রেফতারের তালিকায় তাঁরা শীর্ষে রয়েছেন। কোনো ঘরোয়া বৈঠকে জমায়েত হলে বা কোনো সভায় যোগদানের উদ্দ্যেশে গেলে পুলিশ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নাশকতার পরিকল্পনার কল্পিত অভিযোগে আটক করে মামলা দায়ের করছে। এরমধ্যে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ আটজন নেতাকে একটি বৈঠক থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।[৩৮] ভুক্তভোগী বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের স্বজনদের অভিযোগ, একবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে মামলার আর অন্ত থাকে না। একটির পর একটি মামলায় জড়ানো হয়। রাজধানীর পল্টন এলাকার এক যুবদল নেতার স্বজনরা জানান, ওই যুবদল নেতাকে গ্রেফতারের পর যখন আদালতে উপস্থাপন করা হয় তখন জানা যায় তাঁর বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি মামলা রয়েছে। এরপর চারটি মামলায় জামিন হলেও পুলিশ আরও পাঁচটি মামলায় নতুন করে তাঁকে গ্রেফতার দেখায়।[৩৯]

৫১. এদিকে সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে থেকে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে ও মিছিলে হামলা চালিয়ে তা প- করে দিচ্ছে। বর্তমানে কোনো সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নিতে হচ্ছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ বিরোধী দল ও ভিন্নামতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। ফলে সভা-সমাবেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে সরকারিদল বিনা বাধায় যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ করছে, তাদের নির্বাচনী প্রতীকের পক্ষে ভোট চাচ্ছে।

৫২. গত ১০ অক্টোবর বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির কার্যালয় থেকে নেতা কর্মীরা মিছিল বের করে জিনজিরা বাজারে যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলে হামলা করে কয়েকজনকে মারধর করে। পরে পুলিশ বিএনপি'র মিছিলে হামলা করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় পুলিশ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে থানা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলামকে আটক করে।[৪০] গত ১৮ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার সময় তাঁকে স্বাগত জানাতে বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা যাতে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর রাত থেকে পুলিশ বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বাসা বাড়িতে গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। বিএনপিসহ এর অঙ্গদলের শীর্ষ নেতাদের আসামী করে এরইমধ্যে ঢাকার কয়েকটি থানায় নতুন করে

[৩৮] ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রেফতার অভিযান/ নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258984
[৩৯] ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রেফতার অভিযান/ নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258984
[৪০] নয় জেলায় পুলিশের বাধা কর্মসূচি প-/ প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-11/20

মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪১] গত ১৭ অক্টোবর রাতে পুলিশ রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগ, গ্রিনরোড, সুত্রাপুর ও রমনা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৭ জন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীকে আটক করে।[৪২] গত ১৮ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো শেষে ফেরার পথে কেরানীগঞ্জ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৩ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৪৩]

৫৩. গত ২৪ অক্টোবর বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানার প্রতিবাদে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও যুব দল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি টিএ রোডে আসা মাত্র পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় এবং একপর্যায়ে মিছিলের ওপর গুলি ছোঁড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পুলিশের গুলিতে যুব ও ছাত্র দলের তিন জন নেতা গুলিবিদ্ধ হন।[৪৪]

কুমিল্লায় বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার প্রতিবাদে বিক্ষোভকালে যুবদল-ছাত্রদলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। ছবিঃ যুগান্তর, ২৫ অক্টোবর ২০১৭

৫৪. জাতীয়তাবাদী যুব দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুরে স্থানীয় যুবদলের নেতাকর্মীরা মিছিল বের করলে পুলিশ তাঁদের ব্যানার কেড়ে নেয় এবং লাঠিচার্জ করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় যুবদলের ছয়জন নেতাকর্মী আহত হন।[৪৫]

---

[৪১] নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযোগ: খালেদা জিয়া ফিরছেন আজ/ মানবজমিন, ১৮ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=88019&cat=2/

[৪২] রাজধানীতে ২৭ বিএনপি-জামায়াত কর্মী আটক/ যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/second-edition/2017/10/19/164738/

[৪৩] কেরানীগঞ্জে বিএনপির ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-20/9

[৪৪] তারেকের বিরুদ্ধে পরোয়ানার প্রতিবাদে বিক্ষোভ: ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লায় পুলিশের গুলি: আহত ৭/ যুগান্তর, ২৫ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/10/25/166270/

[৪৫] কয়েকটি স্থানে পুলিশের বাধা; যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত/ নয়াদিগন্ত, ২৮ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=362901

গৌরীপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি বের করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ব্যানার ছিনিয়ে নিয়ে যায় । ছবিঃ আজকাল নিউজ বিডি.কম, ২৭ অক্টোবর ২০১৭

৫৫.গত ২৮ অক্টোবর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মধ্যে ত্রান বিতরনের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কক্সবাজারে যাওয়ার পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর ফতেহপুর, দেবীপুর ও বিসিক সড়কের সংযোগে এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে তাঁর গাড়ীর বহরে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দফায় দফায় হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে ।[৪৬] ফেনীর শর্শদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গণী এবং সোনাগাজী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মোতালেব রবিন এর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা ফেনীতে হামলা চালায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ।[৪৭] এই সময় হামলাকারীরা জয় বাংলা শ্লোগান দেয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র বহন করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান । কিন্তু পুলিশ সদস্যরা এই সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে । এছাড়া বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানাতে আসা বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপরও বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা । এরমধ্যে ঢাকা থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিএনপি'র চেয়ারপারসনের গাড়ীর বহরের সঙ্গে যাওয়া বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে তাদের বহনকারী মাইক্রোবাস ভাংচুর করা হয় । হামলার ফলে একাত্তর টিভির আলোকচিত্রী আলম হোসেন ও সিনিয়র প্রতিবেদক শফিক আহমেদ গুরুতর আহত হন । এছাড়া অর্ধশতাধিক বিএনপির নেতাকর্মীও আহত হন ।[৪৮] গত ৩১ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কক্সবাজার থেকে ঢাকা ফেরার পথে

[৪৬] খালেদার গাড়িবহরে হামলা/ প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-29/1 এবং পথে পথে খালেদা জিয়ার গাড়িবহওে হামলা/ যুগান্তর ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/29/167192/

[৪৭] গাড়িবহরে হামলাকারীরা ছাত্রলীগ যুবলীগের নেতা/ যুগান্তর, ৩০ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/30/167451/

[৪৮] খালেদার গাড়িবহরে হামলা/ প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-29/1 এবং পথে পথে খালেদা জিয়ার গাড়িবহওে হামলা/ যুগান্তর ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/29/167192/

ফেনীর মহিপাল এলাকা অতিক্রম করার সময় কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় । এর ফলে দুটি বাসে আগুন ধরে যায় ।[৪৯]

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফেরার পথে ফেনীর মহিপালে বোমা বিস্ফোরনে দুটি বাসে আগুন লেগে যায়। ছবিঃ নিউএজ, ১ নভেম্বর ২০১৭

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৫৬. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ চলছে। সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার চরমভাবে দমন করছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা প্রয়োগসহ ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারায় ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

৫৭. নাটোর জেলা প্রশাসক শাহিনা খাতুনের কাছে ফোন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে কটুক্তি করার অভিযোগে শিলা খাতুন নামে এইচএসসি পড়ুয়া এক ছাত্রীকে পুলিশ গত ১ অক্টোবর আটক করে।[৫০] পরবর্তীতে ডিবি পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। গত ২৬ অক্টোবর নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মসিউর রহমান *অধিকারকে* জানান, একটি ফৌজদারী মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শিলা খাতুনকে আদালতে সোর্পদ করা হয়।[৫১]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৫৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

[৪৯] খালেদার ফেরার পথে বাসে পেট্রলবোমা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া/ মানবজমিন ১ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=90047&cat=2/

[৫০] নাটোরে প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করায় মহিলা আটক/ নয়াদিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/256563

[৫১] *অধিকার* এর তথ্য সংগ্রহ

৫৯. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা[৫২] প্রয়োগ এখনও অব্যাহত আছে। এই আইনটি সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য বহুদিন ধরে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় লিখছেন এমন বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশীপ করে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে সাংবাদিকসহ বহু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এই আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং অনেককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাতিল করবে বলে জানিয়েছে। তবে নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তাতে এই চার ধারা থাকবে বলে জানা গেছে। এই আইনটি নিবর্তনমূলক এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা বাতিলের জন্য মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা সোচ্চার হয়েছেন।

৬০. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে কটুক্তি করে পোস্ট দেয়ায় অভিযোগে রাজশাহী জেলার তানোরে রাশিকুল ইসলাম নামে এক যুবককের বিরুদ্ধে গত ১৪ অক্টোবর তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল গাফফার বাদি হয়ে তানোর থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার দিনই পুলিশ রাশিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।[৫৩]

৬১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপত্তিকর ছবি পোস্ট করার অভিযোগে সাতক্ষীরা বিএনপির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মোদাচ্ছেরুল হক হুদার বিরুদ্ধে গত ১৪ অক্টোবর সাতক্ষীরা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হলে, সেখান থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর গত ১৭ অক্টোবর সদর থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় অধ্যাপক মোদাচ্ছেরুল হক হুদার বিরুদ্ধে মামলা রেকর্ড করা হয়। গত ২৯ অক্টোবর পুলিশ অধ্যাপক মোদাচ্ছেরুল হক হুদাকে গ্রেফতার করে।[৫৪]

---

[৫২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদ- অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদ- অথবা উভয়দ- দ-িত হইবেন।

[৫৩] প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি যুবক গ্রেপ্তার/ মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=87640&cat=9/

[৫৪] ৫৭ ধারায় মামলায় বিএনপি নেতা গ্রেফতার/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/10/30/276415

শ্রমিকদের অধিকার

৬২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ৮ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন নির্মাণ শ্রমিক নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নিহত হয়েছেন, ১ জন নির্মাণ শ্রমিক বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে ও ৩ জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এছাড়া ১ জন স্টিল মিল কারখানার শ্রমিকের ওপর গলিত লোহা খসে পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়। এসময়কালে, গলিত লোহা খসে পড়লে ১০ জন স্টিল মিল কারখানার শ্রমিক এবং ১ জন নির্মাণ শ্রমিক বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে আহত হয়েছেন। অপরদিকে, তৈরি পোশাক শিল্পের ৩৫ জন শ্রমিক পুলিশের আক্রমণে আহত হন যখন শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করছিলেন এবং ৩ জন শ্রমিক কর্তৃপক্ষের ভাড়াটে বাহিনীর লোকদের হাতে আহত হন যখন তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের অপসারণের প্রতিবাদ করছিলেন।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৬৩. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি অনেক কারখানায় বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

৬৪. গত ১৪ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের ৫ নং ওয়ার্ডের সাইলো এলাকায় রানস এ্যাপারেলস এবং ওল্ড টাউন নামে দুইটি পোশাক বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা শিমরাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক অবরোধ করেন। এই সময় শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পাঁচজন নারী শ্রমিকসহ ১০ জন শ্রমিক আহত হন।[৫৫]

সিদ্ধিরগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে। ছবিঃ মানবজমিন, ১৫ অক্টোবর ২০১৭

[৫৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৬৫. গত ১৮ অক্টোবর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় বারইপাড়া এলাকায় হ্যাসং বিপি লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতনসহ পাওনা ভাতাদি পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ও কারখানার সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। এতে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো সাড়া না দিলে উত্তেজিত শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিলে যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠিচার্জ শুরু করলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ১৬ জন আহত হন।[৫৬]

কালিয়াকৈরে পোশাক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের অ্যাকশন। ইনসেটে আহত নারীশ্রমিক। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০১৭

নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা

৬৬. নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে তাঁদের অবদান অপরিসীম। ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত এই শ্রমিকদের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। প্রখর রোদ এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই এঁদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে কাজ করেন। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরো বেশি শোচনীয়।

বকেয়া মজুরির দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন

৬৭. খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে প্লাটিনাম ও ক্রিসেন্ট জুট মিলে প্রায় দশ হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক বর্তমানে মজুরি পাচ্ছেন না। মজুরি বকেয়া থাকায় শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। সাত সপ্তাহের বকেয়া মজুরির দাবিতে গত ৪ অক্টোবর থেকে প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ

[৫৬] গাজীপুরে পোশাক শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ/ নয়াদিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/261291

করে দেন। এরপর গত ৫ অক্টোবর থেকে ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিকরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই দিন উভয় মিলের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন।[৫৭]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৬৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এইসব ঘটনাগুলোতে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬৯. গত ২ অক্টোবর ঢাকার কাকরাইল গির্জার ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী কে মোবাইল ফোনে তাঁর বোন গাজীপুর জেলার টঙ্গীর ফকির মার্কেট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে খবর জানালে তিনি তাঁর বাইকে করে টঙ্গীর ফকির মার্কেটে যান। ফাদার শিশির নাতালের বোন টঙ্গীর পাগাড় এলাকায় এক গির্জায় থাকেন। এই সময় ফকির মার্কেটে অবস্থানকারী টঙ্গী সরকারি কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সামস কবির ও তার সহযোগীরা তাঁকে একটি ঘরে আটক করে তাঁর মোবাইল ফোন, টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাঁকে মারধর করা হয় এবং তাঁর কাছে মুক্তিপণ বাবদ তিন লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে তাঁকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। একপর্যায়ে শিশির নাতালে কৌশলে দরজা খুলে চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন। এই সময় অপহরনকারীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে এলাকাবাসী ছাত্রলীগ নেতা সামস কবিরকে আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করেন। এই ঘটনায় শিশির নাতালে গ্রেগরী বাদী হয়ে টঙ্গী থানায় সামস কবিরসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও চার-পাঁচজনকে অজ্ঞাত আসামী করে মামলা দায়ের করেন।[৫৮]

ছাত্রলীগ নেতা সামস কবীর। ছবিঃ প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০১৭

[৫৭] বকেয়া পাওনার দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভে/ মানবজমিন, ৭ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86251&cat=9/

[৫৮] গির্জার ফাদারকে অপহরণের চেষ্টা, ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-04/1

৭০.গত ১৮ অক্টোবর রাতে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া গ্রামে এক মন্দিরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে কালী এবং মহাদেবের প্রতিমা ভেঙে ফেলে। একই রাতে পাশ্ববর্তী আরেকটি মন্দিরে সরস্বতী ও মনসা প্রতিমাও ভাঙচুর করা হয়।[৫৯]

৭১.গত ২৫ অক্টোবর রাতে নেত্রকোনা সদর উপজেলার লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নের বাইশধার পূর্বপাড়ার সার্বজনীন কালি মন্দিরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা পাঁচটি প্রতিমা ভেঙে ফেলে।[৬০]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭২.নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। আইনের প্রয়োগ না হওয়া, সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ পুলিশ প্রশাসনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় নারীরা এর শিকার হচ্ছেন।

ধর্ষণ

৭৩.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে মোট ৫৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২২ জন নারী ও ৩৭ জন মেয়ে শিশু। ঐ ২২ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ২ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৪.গত ৪ অক্টোবর রাতে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় এক গৃহবধু তাঁর স্বামীকে নিয়ে ভ্যানে চড়ে বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি আসছিলেন। পথে জিউপাড়া ইউনিয়নের বটতলা এলাকার একটি নির্জন জায়গায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ভ্যান থামিয়ে তাঁর স্বামীকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় গৃহবধুর স্বামী পুঠিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনায় নবীর উদ্দিন (২৮), মিজান আলী (৩৫), আজিজুল ইসলাম (৩৭), মিজানুর রহমান(২৫) , জাহিদুল ইসলাম (৩৩), মোসলেম উদ্দি(৪২) এবং সাইফুল ইসরাম(৪০) কে গ্রেফতার করেছে।[৬১]

যৌতুক সহিংসতা

৭৫.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ২৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১৩ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

---

[৫৯] তিন মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/10/20/273658

[৬০] নেত্রকোনায় কালী মন্দিরে ৫টি প্রতিমা ভাঙচুর/ নয়াদিগন্ত ২৭ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/263318

[৬১] এ কোন দেশে বাস করছি/ নয়াদিগন্ত, ৬ অক্টোবর ২০১৭/ www.dailynayadiganta.com/detail/news/257508

৭৬. গত ৬ অক্টোবর সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক না পেয়ে খাদিজা বেগম (২৩) নামে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা করে তার স্বামী তাজউদ্দিন।[৬২]

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৭৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে মোট ২৫ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ৭ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ জস অপহৃত এবং ১০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ৩ জন পুরুষ নিহত এবং ৪ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী আহত হয়েছেন।

৭৮. বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার জিয়ানগর ম-লপাড়া এলাকার রাজিফা আক্তার সাথী (১৫) নামে এক স্কুলছাত্রীকে স্থানীয় বখাটে যুবক হুজাইফাতুল ইয়ামিন প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো। গত ৮ অক্টোবর সাথী বাড়ি থেকে বের হলে হুজাইফাতুল ইয়ামিন তাঁকে অশ্লীল প্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করে। এতে ভীষণ অপমানিত হয়ে সাথী সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় দুপচাঁচিয়া থানায় দু'টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৬৩]

এসিড সহিংসতা

৭৯. অক্টোবর মাসে ৩ জন নারী, ২ জন পুরুষ ও ১ জন বালক এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৮০. গত ২ অক্টোবর দিবাগত রাতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গেন্ডারিয়া এলাকায় মাদকাসক্ত জিকু হোসেন নামে এক ব্যক্তি তাকে তালাক দেয়ার জের ধরে তার স্ত্রী রুবিনা আক্তার (২৫) এবং শাশুড়ী পারভীন আক্তারের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিড দগ্ধ মা ও মেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের আইসিইউতে ভর্তি হন।[৬৪]

পর্যবেক্ষক সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময় সভায় *অধিকার* কে ডাকেনি নির্বাচন কমিশন

৮১. গত ২২ অক্টোবর দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতিবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নিবন্ধনকৃত সংস্থা হিসেবে *অধিকারকে* আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এর আগেও বিতর্কিত রকিব কমিশন *অধিকারকে* নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়নি। উল্লেখ্য, মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকা-ের পাশাপাশি এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম হিসেবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে আসছে। *অধিকার* নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত সংগঠন হিসেবে {নং নিকস/জঅ/স্থাঃপঃনিঃ-১(১)/২০১০/১৭০(৭৮)} ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

---

[৬২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনামগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৬৩] বখাটের অপমান সইতে না পেরে.../ মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86764&cat=2/

[৬৪] স্ত্রী-শাশুড়িকে এসিডে ঝলসে দিলো মাদকাসক্ত/ মানবজমিন, ৪ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=85838&cat=10/

পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনও পর্যবেক্ষণ করেছে।

৮২. *অধিকার* ব্যাংকক ভিত্তিক সংগঠন 'এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস' (এনফ্রেল)-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং জাতিসংঘের ইকোনমিক এন্ড সোসাল কাউন্সিলের স্পেশাল কনসালটেটিভ স্টেটাস পাওয়া সংগঠন। *অধিকার* এর প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৮৩. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকা- বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৮৪. এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৬৫] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলার *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুইজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।[৬৬]

৮৫. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছরের বেশী সময় ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

[৬৫] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[৬৬] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-ফে**

মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন ।

তৃতীয় পর্বঃ সুপারিশ

সুপারিশসমূহ

১. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন জানানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এছাড়াও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

৩. *অধিকার* সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৫. সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৬. সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৭. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৮. গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে।

৯. অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

১০. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকা- থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

১৩. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১৪. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১৬. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১৭. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মান শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের ব্যাপারে *অধিকার* দাবী জানাচ্ছে।

১৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৯. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

২০. *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকা- চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।